(চ) **"অভিভাবক" বলতে 'ক'**-এ উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, পিতা-মাতার অবর্তমানে আইন সম্মত অভিভাবককে বুঝাবে।

(ছ) **"কমিউনিটি" বলতে** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে বুঝাবে।

(ঞ) **"শাস্তি" বলতে** সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ সাপেক্ষে এ নীতিমালায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থাকে বুঝাবে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং(Bulying)/র‍্যাগিং(Ragging)/হেজিং(Hazing)/ফ্যাগিং(Fagging) এর ধরন:

৪.১ মৌখিক বুলিং/র‍্যাগিং:

কাউকে উদ্দেশ করে এমন কিছু বলা বা লেখা যা খারাপ কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত বহন করাকে বুঝাবে। যেমন- উপহাস করা, খারাপ নামে সম্বোধন করা বা ডাকা, অশালীন শব্দ ব্যবহার করা, গালিগালাজ করা, শিস দেওয়া, হুমকি দেয়া ইত্যাদি।

৪.২ শারীরিক বুলিং/র‍্যাগিং:

কাউকে কোন কিছু দিয়ে আঘাত করা, হাত দিয়ে চড়-থাপ্পড়, পা দিয়ে লাথি মারা, ধাক্কা মারা, খোঁচা দেয়া, থুথু মারা, বেঁধে রাখা, কোনো বিশেষ ভঙ্গিতে দাড়িয়ে/বসে বা বিশেষ অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দেয়া অথবা বাধ্য করা, কারো কোনো জিনিসপত্র জোর করে নিয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে ফেলা, মুখ বা হাত দিয়ে অশালীন বা অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি করা ইত্যাদি।

৪.৩ সামাজিক বুলিং/র‍্যাগিং:

ব্যাঙ্গ করে সামাজিক স্ট্যাটাস দেওয়া, কারো সম্পর্কে গুজব ছড়ানো, প্রকাশ্যে কাউকে অপমান করা, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা জাত তুলে কোন কথা বলা ইত্যাদি।

৪.৪ সাইবার বুলিং/র‍্যাগিং:

বন্ধুদের মধ্যে কারো সম্বন্ধে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কটু কিছু লিখে বা অশালীন কিছু পোস্ট করে তাকে অপদস্থ করা।

৪.৫ সেক্সুয়াল (Sexual) বুলিং/র‍্যাগিং:

ইচ্ছাকৃতভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আপত্তিজনক স্পর্শ করা বা করার চেষ্টা করা, ইঙ্গিতবাহী চিহ্ন প্রদর্শন, কয়েকজন মিলে জামা-কাপড় খুলে নেওয়া বা খুলতে বাধ্য করা, শরীরে পানি বা রং ঢেলে দেয়া ইত্যাদি।

৪.৬ জাতিগত (Racial) বুলিং/র‍্যাগিং:

জাতি, বর্ণ, গোত্র, ধর্ম, পেশা, গায়ের রঙ, অঞ্চল ইত্যাদি নিয়ে কাউকে অপমান ও হেয় করা।

৪.৭ অন্যান্য বুংলিং: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং(Bulying)/ র‍্যাগিং(Ragging)/ হেজিং(Hazing)/ ফ্যাগিং(Fagging) বা অন্য যে নামই হোক না কোন তা অন্যান্য বুলিং নামে অভিহিত হবে।

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং/ র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি গঠন:

বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করতে হবে। এই কমিটি-

৫.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং/র‍্যাগিং হয় কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন। পর্যবেক্ষণের জন্য Bullying/Ragging Logs তৈরি করবেন, প্রয়োজনে প্রশ্নমালা (Self Report Peer Nomination, Teachers Nomination) ব্যবহার করবেন;

৫.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধে অভিযোগে বক্স রাখার ব্যবস্থা করবেন এবং অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;